প্রিয় নবী ﷺ এর মর্যাদা

ও

জশনে মিলাদের বরকত

08-November-2018

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালা**র যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

তাজেদারে মদীনা, হাবীবে কিবরিয়া, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَلْقَى اللّٰهَ غَدًا رَاضِيًا فَلْيُكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ অর্থাৎ যার এটা পছন্দ হয়, **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময় **আল্লাহ তায়ালা** তার প্রতি সন্তুষ্ট হোক, তবে তার উচিৎ যে, সে যেনো আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করে। **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, কসমুল আকওয়াল, ১ম অংশ, ১/২৫৫, হাদীস নং-২২২৬)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)**

দু'টি মাদানী ফুলঃ

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সফরুল মুযাফফরের মুবারক মাস শেষ হওয়ার পথে, এরপর اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ রবিউল আউয়ালের নূরানী মাস আমাদের মাঝে আগমন করবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই বরকতময় মাসে পুরো দুনিয়ায় লাখো আশিকানে রাসূল আপন **প্রিয় আক্বা ও মাওলা, হাবীবে কিবরিয়া, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের খুশি ধুমধামের সহিত উদযাপন করে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসার প্রকাশ করে থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ অনেক দেশে এবং শহরে এরই ধারবাহিকতায় আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** অধীনে সুন্নাতে ভরা ইজতিমার আয়োজন করা হয়, যাতে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জীবনের চমৎকার ঘটনাবলী এবং **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিভিন্ন গুণাবলী বয়ান করা হয়, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আজকের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতেও আমরা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান সম্পর্কীত ঈমান তাজাকারী কোরআনী আয়াত, তাফসীর, হাদীসে মুবারাকা, ঘটনাবলী ও বর্ণনা এবং ওলামায়ে কিরামের বাণী সমূহ শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো এবং এ থেকে অর্জিত হওয়া মাদানী ফুল সমূহ কুঁড়িয়ে নিজের হৃদয়ের মাদানী পুষ্পগুচ্ছতে সাজানোর চেষ্টা করবো। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হুযুর ﷺ এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ক্ষমা লাভের মাধ্যম হয়ে গেল

হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত; বনী ইসরাঈলে এমন এক ব্যক্তি ছিলো, যে তার জীবনের দু'শত বছর **আল্লাহ তায়ালা**র নাফরমানিতে অতিবাহিত করেছে, এ নাফরমানি করা অবস্থায় তার মৃত্যু হয়ে গেলো, বনী ইসরাঈলরা তার মৃত দেহকে পা ধরে টেনে আবর্জনা স্তুপে ফেলে দিলো। **আল্লাহ তায়ালা তাঁর** নবী হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন যে, ঐ ব্যক্তিকে সেখান থেকে তুলে নিন এবং তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করে তার জানাযার নামায পড়ুন। হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام লোকদের নিকট তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তারা তার খারাপ চরিত্রের সাক্ষ্য দিল, হযরত মুসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট আরয করলেন: "হে **দয়ালূ প্রতিপালক!** বনী ইসরাঈলরা তো তার খারাপ চরিত্রের সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সে তার জীবনের দু'শ (২০০) বছর তোমার নাফরমানী করে কাটিয়েছে? **আল্লাহ তায়ালা** হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন: সে এরূপ খারাপ চরিত্রের ছিলো, কিন্তু তার এ অভ্যাস ছিলো যে, সে যখনি তাওরাত শরীফ পাঠ করার জন্য খুলতো এবং **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক নাম দেখতো তখন সে একে চুমু খেয়ে নিজের চোখে লাগাতো আর **তাঁর** প্রতি দরূদ পড়তো, ব্যস! আমি তার এই আমলের মূল্যায়ন করলাম এবং তার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিয়ে তার বিবাহ সত্তর (৭০) জন হুরের সাথে করিয়ে দিলাম।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/৪৫, হাদীস-৪৬৯৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঈমান তাজাকারী ঘটনাটি ঈমানদারদের মন ও মননকে সুবাসিত করে দিয়েছে, একটু ভাবুন তো! ঐ ব্যক্তি যে দীর্ঘ দিন যাবৎ গুনাহে লিপ্ত ছিলো এবং এরই মাঝে সে নেক কাজের ধারে কাছেও ছিলো না, কিন্তু নামে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান করার কারণে তার এই নেয়ামত অর্জিত হয়েছে যে, হযরত মুসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام **আল্লাহ তায়ালা**র আদেশের প্রতি আমল করে তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করলেন, তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হলো এবং **আল্লাহ তায়ালা**র রহমতের অধিকারী হয়ে গেলো। ভাবুন তো! যখন হযরত

সায়্যিদুনা মুসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর এক উম্মত নামে **মুস্তফা**র সম্মান করার কারণে ক্ষমার অধিকারী হতে পারে তবে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ঐ ব্যক্তি যে আপন **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুধু নাম মোবারকের সম্মান করে না বরং **তাঁর** সত্ত্বা এবং **তাঁর** সাথে সম্পর্কীত সকল বস্তুর সম্মানকে অত্যাবশ্যক মনে করে, তবে তার উপর **আল্লাহ তায়ালা**র রহমতের বর্ষন কীরূপ হতে পারে। এই বর্ণনা দ্বারা এটাও জানা গেল যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মোবারককে সম্মানের নিয়্যতে চুমু খাওয়া শুধু জায়িয নয়, বরং তা **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুটি অর্জনের মাধ্যমও বটে। মনে রাখবেন! ঈমান আনয়নের পর **মুস্তফা জানে রহমত, শময়ে বজমে হেদায়ত, নাওশায়ে বজমে জান্নাত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদব ও সম্মান করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর অনেক আয়াতে মোবারাকা প্রমান বহন করে। যেমনটি ২৬ পারার সুরাতুল ফাতাহ এর ৮ ও ৯নং আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا
وَّ نَذِیْرًا ۙ لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ
رَسُوْلِهٖ وَ تُعَزِّرُوْهُ وَ تُوَقِّرُوْهُ ؕ
وَ تُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِیْلًا ۝

(পারা ২৬, সুরা আল ফাতাহ, আয়াত ৮, ৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করছি উপস্থিত প্রত্যক্ষকারী (হাযির-নাযির) করে এবং সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী করে যাতে হে লোকেরা, তোমরা **আল্লাহ** ও তার রাসূলের উপর ঈমান আনো এবং রাসূলের মহত্ব বর্ণনা ও (তাঁর প্রতি) সম্মান প্রদর্শন করে আর সকাল সন্ধ্যা **আল্লাহ**র পবিত্রতা ঘোষনা করো।

আ'লা হযরত ইমাম আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতে করীমার প্রসঙ্গে যা বলেছেন তার সারমর্ম হচ্ছে; মুসলমানেরা! দেখো **আল্লাহ তায়ালা** দ্বীন ইসলাম প্রেরণ করেছেন, (এবং) কোরআন মজীদ অবতীর্ণের উদ্দেশ্য স্বরূপ তিনটি বিষয় ইরশাদ করেন: প্রথমটি হলো যে, **আল্লাহ** ও **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ঈমান আনয়ন করা, দ্বিতীয়টি হলো যে, **রাসূলূল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান করা, তৃতীয়টি হলো যে, **আল্লাহ তায়ালা**র ইবাদত করা। এই তিনটি বিষয়ের সুন্দর ধারাবাহিকতা তো দেখুন, সর্ব প্রথম ঈমানের আলোচনা করলেন এবং সবশেষে নিজের ইবাদতের কথা আর মাঝখানে **তাঁর প্রিয় হাবীব হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান করার আদেশ ইরশাদ করলেন। কেননা ঈমান ছাড়া **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান কোন উপকার দিবে না।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত আয়াতে মোবারাকা এবং আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মহান বাণী সমূহ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল, **মাদানী আক্বা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানই হলো ঈমানের মূল। যদি কোন ব্যক্তি **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদা বর্ণনা করা ছেড়ে অন্যান্য নেক আমলের চেষ্টা করতে থাকে, তবে তার কোন আমল কবুল করার উপযুক্ত হবে না। **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানে সামান্যতম ত্রুটি সকল নেক আমলকে নষ্ট করে দেয়ার কারণ হতে পারে। যেমনটি ২৬পারার সুরা হুজরাত এর ২নং আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ لَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۝

(পারা ২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ। নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উচু করো না ঐ অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী) এর কণ্ঠ স্বরের উপর এবং তাঁর সামনে চিৎকার করে কথা বলো না যেভাবে পরস্পরের মধ্যে একে অপরের সামনে চিৎকার করো যেন কখনো তোমাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল না হয়ে যায় আর তোমাদের খবরই থাকবে না।

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতে করীমার ব্যাখ্যায় বলেন: জানা গেল, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামান্যতম বে-আদবীও কুফরী। কেননা কুফরের কারণেই নেক আমল নষ্ট হয়। যেখানে **তাঁর** দরবারে উচ্চ স্বরে আওয়াজ করাতে নেকী নষ্ট হয়ে যায়, সেখানে বে-আদবীরইবা আলোচনা কেন? আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, **তাঁর** সামনে চিৎকার করো না। না তাকে সাধারণ উপাধী দ্বারা ডাকো, যা দিয়ে একে অপরকে ডাকো, চাচা, আব্বু, ভাই, বশর (মানুষ) বলো না, **রাসূলুল্লাহ, শফিউল মুযনিবীন** বলো।

(নূরুল ইরফান, ৮২৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! **আল্লাহ তায়ালার** পবিত্র বাণী মানুষ এবং জ্বিনকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান ও মহত্বের প্রশংসা বর্ণনা করছে এবং আমাদের **তাঁর** দরবারে উপস্থিতির আদব শিখাচ্ছেন যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে শুধু আওয়াজ উচ্চ হয়ে যাওয়াই এতো বড় অপরাধ যে, এর কারণে সকল নেকী নষ্ট হয়ে যায়। হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ

ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: দুনিয়াবী বাদশাহদের দরবারের আদব মানুষের বানানো। কিন্তু **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরজা শরীফের আদব **আল্লাহ তায়ালাই** শিক্ষা দিয়েছেন এবং **আল্লাহ তায়ালাই** শিখাচ্ছেন। তাছাড়া এই আদব শুধু মানুষের মাঝেই নয় বরং জ্বীন, মানুষ, ফিরিশতা সবার জন্যই। ফিরিশতারাও অনুমতি নিয়েই পবিত্র দরবারে উপস্থিত হতেন। আর এই আদব সব সময়ের জন্যই প্রযোজ্য। (নূরুল ইরফান, ৮২৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! সকল আম্বিয়ায়ে কিরামই عَلَيْهِمُ السَّلَام আদব ও সম্মানের উপযুক্ত। কোরআনে করীমে **আল্লাহ তায়ালা** বিভিন্ন জায়গার আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام সম্মান করার আদেশ দিয়েছেন এবং এই আদেশ পালন কারীদের উপহার ও মর্যাদা দ্বারা ধন্য করার ওয়াদাও করেছেন। যেমনটি ৬ষ্ঠ পারায় সূরা মায়েদার ১২নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَ اٰمَنْتُمْ بِرُسُلِیْ وَ عَزَّرْتُمُوْهُمْ وَ اَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَیِّاٰتِكُمْ وَ لَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ (পারা ৬, সূরা মায়েদা, আয়াত ১২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমার রাসূলগণের উপর ঈমান আনো, তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো এবং **আল্লাহ**কে উত্তম ঋণ প্রদান করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের পাপ মোচন করবো এবং তোমাদেরকে অবশ্যই বেহেশত সমূহে নিয়ে যাবো। যেগুলোর পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত।

বিশেষ করে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ঈমান আয়ননের পর **তাঁর** সম্মান প্রদর্শনকারীদের সফলতার সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। যেমনটি ৯ম পারায় সুরা আরাফের ১৫৭ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

فَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَ عَزَّرُوْهُ وَ نَصَرُوْهُ وَ اتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِیْۤ اُنْزِلَ مَعَهٗۤ ۙ اُولٰٓىٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۵۷﴾ (পারা ৯, সুরা আ'রাফ, আয়াত ১৫৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরা ঐসব লোক যারা তাঁর উপর ঈমান এনেছে তাঁকে সম্মান করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং ঐ নূরের অনুসরণ করেছে। যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তারাই সফল কাম হয়েছে।

মনে রাখবেন! এই নেয়ামত তখনই অর্জিত হবে, যখনই আমরা সর্বাবস্থায় সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام বিশেষ করে **সায়্যিদুল আম্বিয়া, মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান ও মর্যাদাকে নিজের ঈমানের অংশ মনে করবো এবং

তাঁর সামান্যতম মানহানী থেকেও বাঁচার চেষ্টা করবো। **আল্লাহ তায়ালা** প্রিয় নবীর আদব শিখাতে গিয়ে যেখানে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আওয়াজ উঁচু করতে নিষেধ করেছেন, সেখানে **তাঁকে** সাধারণভাবে আহ্বান করতেও নিষেধ করেছেন। যেমনটি ১৮তম পারায় সূরা নূরের ৬৩নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ؕ

(পারা ১৮, সুরা নূর, আয়াত ৬৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: রাসূলের আহবানকে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে তেমনই স্থির করোনা যেমন- তোমরা একে অপরকে ডেকে থাকো।

সদরুল আফাযিল, হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুফতি মুহাম্মদ নাঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: (এই আয়াতের) একটি অর্থ মুফাসসিররা এটাও বর্ণনা করেন: (যখন কেউ) **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ডাকবে, তখন যেনো আদব ও সম্মানের সাথে **তাঁকে** সম্মানীত উপাধী সহকারে মৃদু আওয়াজে নম্র ভাষায় **ইয়া নবীয়াল্লাহ! ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়া হাবীবাল্লাহ!** ডাকে।

(তাফসীয়ে খাযায়িনুল্ ইয়ফান, পারা ১৮, সুরা নুর, ৬৩ নং আয়াতর পাদটিকা)

হযরত সায়্যিদুসা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: প্রথম প্রথম **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **ইয়া মুহাম্মদ! ইয়া আবাল কাসেম!** বলা হতো, যখন **আল্লাহ তায়ালা তাঁর** নবীর সম্মানে এরূপ শব্দের ব্যবহার নিষেধ করলেন, তখন সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **ইয়া নবীয়াল্লাহ! ইয়া রাসূলাল্লাহ!** বলতেন।

(দালাইলুন নবুয়াত লি আবু নুয়াঈম, ১ম অধ্যায়, ১ম পরিচ্ছদ, ১৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাবুন তো! **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানের বিষয়টি এতই গুরূত্বপূর্ণ যে, **আল্লাহ তায়ালার** নিকট এই বিষয়টি অপছন্দনীয় যে, কেউ **তাঁর হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নাম ধরে ডাকবে। ওলামারা এর ব্যাখ্যায় বলেন: **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নাম ধরে ডাকা হারাম। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/১৫৭) মনে রাখবেন! **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান শুধুমাত্র প্রকাশ্য জীবনেই সীমাবদ্ধ নয় বরং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মুসলমানের উপর **তাঁর** শান ও মহত্বকে স্বীকার করা আবশ্যক। যেমনিভাবে-

হযরত আল্লামা ইসমাইল হক্কী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য জীবন এবং প্রকাশ্য ওফাতের পরও সবাবস্থায় **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

এর মর্যাদা ও সম্মান করা উম্মতের উপর আবশ্যক এবং প্রয়োজন। কেননা অন্তরে যতই **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সম্মান বাড়বে ততই ঈমানের নূর বৃদ্ধি পেতে থাকবে। (তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৭ম খন্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল, **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেম ও ভালবাসা প্রত্যেক বিষয়ে **তাঁর** প্রতি অত্যাধিক আদব রক্ষা করা, ঈমান বৃদ্ধির উপায় এবং ঈমানের মূল। এটাকে এভাবে বুঝুন যে, যদি কোন গাছের শিকড় কেটে যায় তবে ঐ গাছটি শুকিয়ে যায় আর এর ফল ও ফুলগুলো পঁচে গলে ঝড়ে পড়ে। ঠিক তেমনি **প্রিয় মুস্তফা**র সম্মান, ঈমান নামের বৃক্ষের শিকড়ের ভূমিকা পালন করে। তা ছাড়া ঈমান নামক বৃক্ষও সবুজ শ্যামল থাকতে পারে না এবং নেক আমল রূপী এর ফুল ও ফল নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং নিজের নেকী সমূহ সুরক্ষিত রাখার জন্য এবং বৃক্ষরূপী ঈমানকে বাড়ানোর জন্য **রাসূলে**র আদবকে অত্যাবশ্যকীয় করে নিন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **রাসূলে**র সম্মানের এমন এমন ঘটনা লিখেছেন, যার উদাহরণ পাওয়া অসম্ভব। আসুন! **শময়ে রিসালাতে**র এই মুর্ত প্রতিকদের **মুস্তফা** প্রেমের কয়েকটি ঘটনা শ্রবণ করি:

১. বর্ণিত আছে; **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবীরা অত্যধিক আদব ও সম্মানের কারণে **তাঁর** দরজায় নখ নিয়ে করাঘাত করতেন। (শরহে শিফা, ২য় খন্ড ৭১ পৃষ্ঠা)

২. অনুরূপভাবে হুদাইরিয়া সন্ধির বৎসর কুরাইশরা হযরত সায়্যিদুনা ওরওয়া বিন মাসঊদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে (তিনি তখনও ঈমান আনয়ন করেননি) **শাহানশাহে দো'আলম, নূরে মুজাসসম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট প্রেরণ করলেন। তখন তিনি দেখলেন যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন অযু করতেন তখন সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان অযুর পানি নেওয়ার জন্য এতই দ্রুত যেতেন যেন মনে হতো যে তারা একে অপরের সাথে ঝগড়া করছেন। যখন থুথু মোবারক ফেলতেন বা নাক পরিষ্কার করতেন তখন সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তা হাতে নিয়ে বরকত অর্জনের জন্য নিজের চেহারায় এবং শরীরে মালিশ করে নিতেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদের কোন আদেশ করলে তা তৎক্ষণাৎ পালন করতেন এবং যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কথা বলতেন তখন **তাঁর** সামনে নিশ্চুপ থাকতেন এবং সম্মানার্থে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে

চোখ তুলে থাকাতেন না। যখন হযরত সায়্যিদুনা ওরওয়াহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মক্কাবাসীদের নিকট ফিরে গেলেন তখন তিনি বললেন: হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি কাইসার ও কিসরা এবং নাজ্জাশী বাদশাহের মতো দরবারেও গিয়েছি কিন্তু **আল্লাহ**র শপথ! আমি কোন বাদশাহকে তার গোত্রের মাঝে এরূপ শান ও শওকত আর সম্মান ও মর্যাদা দেখিনি। যেমন শান (হযরত) **মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর **তাঁর** সাহাবীগণের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان মাঝে দেখেছি।

(শিফা, ফসল ফি আদাতিস সাহাবা ফি তাযিমীহে, ২/৩৮)

৩. একবার **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চাচা হযরত সায়্যিদুনা আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে জিজ্ঞাসা করা হলো; اَنْتَ اَکْبَرُ اَمْ رَسُوْلُ اللّٰہ؟ অর্থাৎ আপনি বড় নাকি **নবী করীম, রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বড়? তখন তিনি উত্তরে বললেন: هُوَ اَکْبَرُ مِنِّیْ وَاَنَا کُنْتُ قَبْلَہٗ অর্থাৎ বড়তো **তিনিই**, কিন্তু আমি **তাঁর** আগে জন্মগ্রহণ করেছি। **(কানযুল উম্মাল, ১৩/২২৪, হাদীস নং- ৩৭৩৪৪)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে কিরূপ ভালবাসতেন ও সম্মান করতেন, বয়সে বড় হওয়া সত্বেও বড়ত্বের ইঙ্গিত **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতিই করতেন। আমাদেরও উচিৎ, আমরাও **প্রিয় নবী**র প্রেমের প্রদীপ শুধু নিজের অন্তরে প্রজ্জলিত করবো না বরং নিজের সন্তান সন্ততিদেরও সাহাবায়ে কিরামের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان ইশ্কে রাসূলের সুন্দর সুন্দর ঘটনা শুনিয়ে শৈশব থেকেই তাদের অন্তরকে **রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় পাকাপোক্ত করবো। এই জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২৭৪ পৃষ্ঠ সম্বলিত কিতাব **"সাহাবায়ে কিরাম কা ইশ্কে রাসূল"** অধ্যয়ন করা অত্যন্ত উপকারী হবে। তাছাড়াও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে প্রতি মাসে কমপক্ষে তিন দিনের মাদানী কাফেলায় সফর, মাদানী ইনআমাতের উপর আমল, মাদানী মুযাকারা এবং সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার বরকতেও اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ **রাসূল** প্রেমের মহাসম্পদ অর্জিত হবে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ "মাদানী দাওরা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাসূল প্রেমের নেয়ামত অর্জনের আরো একটি উত্তম উপায় হলো **"মাদানী দাওরা"**। **"মাদানী দাওরা"**য় ঘরে ঘরে, দোকানে দোকানে গিয়ে মানুষদেরকে নেকীর দাওয়াত দেয়া হয়, যেলী হালকায় সাপ্তাহিক মাদানী দাওরা করার পাশাপাশি মাদানী কাফেলার জাদুয়াল অনুযায়ী প্রতিদিন **"মাদানী দাওরা"** এর ব্যবস্থা হয়ে থাকে। ✯ নেকীর দাওয়াত দেয়া তো এমন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যে, সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বরং স্বয়ং **সৈয়্যদুল আম্বিয়া, মাহবুবে খোদা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেও এই পবিত্র উদ্দেশ্যেই দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছে, এই মহান ব্যক্তিরা অসংখ্য বিপদ ও কষ্ট সহ্য করেছেন, কিন্তু নেকীর আদেশ দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বাঁধা প্রদান করার এই মহান দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করেছেন। ✯ **"মাদানী দাওরা"** এর বরকতে অসংখ্য লোকের জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ✯ **"মাদানী দাওরা"** এর বরকতে মসজিদের নামাযীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ✯ **"মাদানী দাওরা"** সমাজের বিকৃত মানুষদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করার উত্তম উপায়। ✯ **"মাদানী দাওরা"** এর বরকতে ইসলামী ভাইয়েরা ফরজের পাশাপাশি সালাত ও সুন্নাতের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে। সুতরাং আমাদেরও সময় বের করে এই মহান মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করা উচিৎ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই মাদানী কাজের রিসালা **"মাদানী দাওরা"** নামে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত হয়েছে, মাদানী দাওরা সম্পর্কে আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানার জন্য এই রিসালাটি অধ্যয়ন করুন। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে মাদানী দাওরার একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি:-

মসজিদের দিকে চলতে শুরু করলো

বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশের শহর ঠান্ডো আদমে তিনদিনের জন্য আশিকানের রাসূলের একটি মাদানী কাফেলা পৌঁছলো। আসরের নামাযের পর বোবা বধির ইসলামী ভাইয়েরা সাধারণ ইসলামী ভাইদের সাথে মাদানী দাওরার জন্য

গেলো এবং মসজিদের পাশে একটি মাঠে ক্রিকেট খেলারত যুবকদের নিকট গেলো। একজন সাধারণ ইসলামী ভাই বললো: আমাদের সাথে শ্রবণ শক্তি ও বাকশক্তি থেকে বঞ্চিত ইসলামী ভাইও রয়েছে, আপনাদেরকে ইশারার ভাষায় নেকীর দাওয়াত দিবে। বোবা বধির ইসলামী ভাইয়েরা ইশারার ভাষায় নেকীর দাওয়াত দিতে গিয়ে তাদের সাথে মসজিদে যাওয়ার অনুরোধ করলো। এরপর সাধারণ ইসলামী ভাইয়েরাও উৎসাহ দিলো: اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ নেকীর দাওয়াত শুনে সেই ক্রিকেট খেলারত যুবকরা মাথা নত করে মুবাল্লিগদের সাথে মসজিদের দিকে চলা শুরু করলো এবং এভাবেই **"মাদানী দাওরা"** এর বরকতে নামাযীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! যেমনি ভাবে স্বয়ং **তাজেদারে আম্বিয়া, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্ত্বার প্রতি সম্মান করা আবশ্যক তেমনিভাবে **তাঁর** সাথে সম্পর্কীত সাহাবাগণ ও বিবিগণ, সন্তান-সন্ততিগণ এবং তাবাররূকের সাথে সাথে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র আলোচনারও সম্মান করা আবশ্যক। সাধারণত সকল দ্বীনি মাহফিলে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা করা হয়, কিন্তুইজতিমায়ে মিলাদে বিশেষত **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কল্যাণময় আলোচনা করা হয়, **তাঁর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শান ও মহত্বের বর্ণনা করা হয় এবং **তাঁর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পবিত্র জীবনের সুন্দর সুন্দর ঘটনা সমূহ শুনানো হয়, সুতরাং জশ্নে ঈদে মিলাদুন্নবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উদযাপন করাও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানের একটি রূপ। **(রুহুল বয়ান, ৯ম খন্ড, ৫৬ পৃষ্ঠা)**

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: **মিলাদে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উদযাপন করাই হচ্ছে **তাঁর** মর্যাদার সম্মান করা বিদ্যমান রয়েছে। **(আল হাবি লিল ফতোয়া, ১ম খন্ড, ২২২ পৃষ্ঠা)** অনুরূপভাবে হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: মিলাদ উদযাপন করাতে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা এবং সম্মান প্রকাশ পায়। **(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশদাদ, ১ম খন্ড, ৩৬৫ পৃষ্ঠা)** আমাদের সৌভাগ্য যে اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ অতি শীঘ্রই রবিউল আউয়ালের মোবারক মাস আমাদের মাঝে উপস্থিত হতে চলেছে, এই রহমতের মাস

আসতেই আশিকানে রাসূলের অন্তরে খুশির বন্যা বয়ে যায় এবং তারা জশনে **ঈদে মীলাদুন্নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উদ্‌যাপনের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে যায় এবং কেনইবা হবে না, **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনে তো পুরো কায়েনাত (জগত) আনন্দিত হয়ে গেছে, আরশ খুশীতে আন্দোলিত, কুরসীও খুশীতে গর্বীত এবং জ্বিনদেরকে আসমানে যাওয়ার থেকে বাধা প্রদান করা হয়, তখন তারা একে অপরকে বলতে লাগলো: নিঃসন্দেহে আমাদেরকে নিজেদের পথে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে আর ফিরিশতারা অত্যন্ত খুশিতে তাসবীহ পাঠ করতে লাগলো, বাতাস আন্দোলিত হতে-হতে সামনে এগুতে লাগলো এবং মেঘমালাকে প্রকাশ করে দেয়া হলো, বাগানে গাছের ঢাল সমূহ ঝুঁকতে থাকে এবং জগতের সকল কোণা কোণা থেকে **"আহলান সাহলান মারহাবা"** এর সুমধুর ধ্বনি আসতে লাগলো। (আর রউযুল ফায়িক, ২৪৩ পৃষ্ঠা) মোট কথা! **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমন পুরোপুরি রহমত এবং বরকতের উৎস।

সুতরাং আসহাবে ফিল (হস্তি বাহিনী) এর ধ্বংসের ঘটনা, ইরানের যে অগ্নিকুন্ড এক হাজার (১০০০) বছর ধরে জ্বলছিল তা মুহুতেই নিভে যাওয়া, **"কিসরার"** প্রসাদে ভূমিকম্প এবং এর ১৪ টি গুম্বুজ ধ্বংস হওয়া, **"হামাদান"** এবং **"কুম"** এর মাঝে ছয় মাইল লম্বা ও ছয় মাইল প্রস্থ **"সাবা নদী"** মুহুর্তেই সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাওয়া, **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আম্মাজানের শরীর মোবারক থেকে এমন এক নূর বের হওয়া, যার কারনে **"বসরার"** প্রাসাদ আলোকিত হয়ে গেলো। (আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া ওয়া শরহে যুরকানি বিলাদাতিহী, ১/১৬৭,২২১,২২৭,২২৮) এই সকল ঘটনাই এরই ধারাবাহিকতার অংশবিশেষ। যা **হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনের পূর্বেই সুসংবাদ প্রদানকারী হয়েই সমগ্র জগতকে সুসংবাদ দিতে লাগলো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! **জশনে ঈদে মিলাদুন্নবী** ﷺ উদযাপন করা একটি কল্যানময় কাজ, এটি উদযাপন কারীদের **আল্লাহ তায়ালার** পক্ষ থেকে অসংখ্য দ্বীনি ও দুনিয়াবী অনুগ্রহ অর্জিত হয়। যেমনটি

তাফসিরে রূহুল বয়ানে বর্ণিত রয়েছে: মাহফিলে মিলাদ শরীফের বরকত সারা বছর ধরে ঘরে বিরাজমান থাকে। (রূহুল বায়ান, ৯/৫৭) অনুরূপভাবে হযরত সায়্যিদুনা

ইমাম কাসতালানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "সৌভাগ্যমন্ডিত জন্মের দিন গুলোতে মাহফিলে মিলাদ উদযাপনের বিশেষত্বে মধ্যে এটি পরীক্ষিত বিষয় যে, সেই বছর নিরাপত্তাই-নিরাপত্তা বিরাজ করে। **আল্লাহ তায়ালা** সেই ব্যক্তির উপর রহমত বর্ষণ করেন। যে বিলাদতের মাসের রাত সমূহে ঈদ উদযাপন করেছে।" (মাওয়াহেবু লিদ দুনিয়া, ১ম খন্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা) জশনে মিলাদ উদযাপন কারীদের দুনিয়াবী বরকতের পাশাপাশি জান্নাতের সুসংবাদও রয়েছে। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীস হযরত শাহ্ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের রাতে আনন্দ উদযাপন কারীদের প্রতিদান হলো, **আল্লাহ তায়ালা তাঁর** দয়া ও মেহেরবানিতে তাদেরকে "জান্নাতুন নাঈম" দান করবেন। মুসলমানরা সর্বদা **মিলাদে মুস্তফা** উদযাপন করে আসছে এবং বিলাদতের খুশিতে মানুষকে দাওয়াত দিয়ে থাকে, খাবারের আয়োজন করে থাকে এবং অধিকহারে দান-খয়রাত করে আসছে। খুবই আনন্দ প্রকাশ করে থাকে এবং মন খুলে খরচ করে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌভাগ্যময় বিলাদতের আলোচনার ব্যবস্থা করে থাকে, নিজেদের ঘর-বাড়ি সজ্জিত করে থাকে আর এই সমস্ত ভাল কাজের বরকতে তাদের প্রতি **আল্লাহ তায়ালার** রহমত বর্ষিত হয়। (মা সাবাতা বিস্‌সুন্নাহ, ৭৪ পৃষ্ঠা। বসন্তের প্রভাত, ১৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মিলাদ উদ্‌যাপন কারীদের উপর **আল্লাহ তায়ালা** কিরূপ খুশি হন এবং তাদের কিরূপ উপহার ও নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেন। তাই জশনে মিলাদের খুশিতে মসজিদ, ঘর, দোকান এবং বাহন সমূহ এবং নিজ মহল্লায়ও সুবজ পতাকা লাগান। লাইটিং করুন বা কমপক্ষে **১২**টি লাইট অবশ্যই লাগান। রবিউল আউয়ালের **১২** তারিখের রাতে সাওয়াবের নিয়্যতে ইজতিমায়ে যিকির ও নাতে অংশগ্রহণ করুন এবং সুবহে সাদিকের সময় সবুজ পতাকা হাতে দরূদ সালাম পড়তে পড়তে অশ্রু সজল নয়নে বসন্তের প্রভাতকে শুভাগমন জানান।

১২ রবিউল আউয়ালের দিন সম্ভব হলে রোযাও রাখুন, কেননা আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি সোমবার রোযা রেখে নিজের বিলাদত উদযাপন করতেন।

যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আবু কাতাদাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে সোমবারের রোযা সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করা হলে ইরশাদ করেন: "এই দিন আমার জন্ম হয়েছে এবং এই দিনই আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে।" (সহীহ মুসলিম, ৫৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৬২) মনে রাখবেন! **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বিলাদতে খুশী উদযাপন করার আদেশ কোরআনে করীম থেকেই প্রমাণীত। যেমনটি **১১**তম পারায় সুরা ইউনুস এর ৫৮নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿۵۸﴾

(পারা ১১, সূরা ইউনুস, আয়াত ৫৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন **আল্লাহ**রই অনুগ্রহ ও **তাঁর** দয়া, এবং সেটারই উপর তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিৎ। তা তাদের সমস্ত ধন-সম্পদ অপেক্ষা শ্রেয়।

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এই আয়াতে মোবারাকা সম্পর্কে বলেন: হে মাহবুব! লোকদের এই সুসংবাদ দিয়ে এই আদেশ দিন যে, **আল্লাহ তায়ালা**র অনুগ্রহ এবং **তাঁর** দয়া অর্জন করে খুশী উদ্‌যাপন করো। সাধারণ খুশী তো সবসময় উদ্‌যাপন করো আর বিশেষ বিশেষ খুশী বিশেষ তারিখে উদযাপন করো, যেই তারিখ নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছো অর্থাৎ রমযান, বিশেষ করে শবে কদর এবং রবিউল আউয়াল, বিশেষ করে **১২** তম তারিখ, কেননা রমযানে **আল্লাহ তায়ালা**র অনুগ্রহে কোরআন অবর্তীন হয়েছে আর রবিউল আউয়ালে **রাহমাতুল্লিল আলামীন** অর্থাৎ **মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শুভাগমন করেন। এই অনুগ্রহ ও দয়া বা খুশি উদযাপন তোমাদের দুনিয়ায় জমানো ধন-সম্পদ টাকা, জায়গা জমি, পশু, ক্ষেত খামার বরং সন্তান সন্ততি সবকিছুর চাইতেও উত্তম। কেননা এই খুশির উপকারীতা ব্যক্তিগত নয় বরং জাতীয়, সাময়িক নয় বরং দীর্ঘস্থায়ী। শুধুমাত্র দুনিয়ার নয় বরং দ্বীন ও দুনিয়া দু'টিতেই। শারীরিক নয় বরং অন্তরের এবং রূহানী, নষ্ট হয়না বরং এতে সাওয়াব রয়েছে। **(তাফসীরে নঈমী, ১১/৩৬৯)**

আহলে সুন্নাতের বিশ্বাস

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আহলে সুন্নাতের নিকট মিলাদে পাকের মজলিশ অতি উত্তম মুস্তাহাব কাজ এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন নেক কাজ সমূহের একটি।

(আল হাক্কুল মুবিন, ১০০ পৃষ্ঠা)

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মিলাদ শরীফ অর্থাৎ **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত বিলাদতের বয়ান করা জায়িয। এ প্রসঙ্গে এই পবিত্র মজলিশে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফযিলত ও মুজিযা, জীবনী ও চরিত্র, বাল্যকাল ও দুনিয়ায় আগমনের ঘটনাও বর্ণনা করা হয়, এই সকল কিছুর আলোচনা হাদীস শরীফেও রয়েছে এবং কোরআন মজীদেও রয়েছে। যদি মুসলমান নিজেদের মাহফিলে এসব বয়ান করে বরং বিশেষ করে এসব বিষয় বর্ণনা করার জন্যই মাহফিলের আয়োজন করে তবে তা নাজায়েয হওয়ার কোন কারণ নেই। এই মজলিশের জন্য মানুষদের দাওয়াত দেয়া এবং অংশীদার করা নেকীর দিকে আহ্বান করাই, যেমনিভাবে ওয়াজ (ধর্মীয় অনুষ্ঠান) এবং জলসার জন্য ঘোষনা করা হয়, লিফলেট ছাপিয়ে বন্টন করা হয়, পত্র-পত্রিকার এ বিষয়ে কলাম ছাপা হয় এবং এসবের কারণে সেই ওয়াজ ও জলসা নাজায়িয হয়ে যায় না। অনুরূপভাবে পবিত্র আলোচনার জন্য আহ্বান করাতে এই মজলিশকে নাজায়িয ও বিদআত বলা যাবে না। **(বাহারে শরীয়ত, ৩য় খন্ড, ৬৪৪-৬৪৫ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ঈদে মিলাদুন্নবী ও দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানদের জন্য **তাজেদারে আম্বীয়া, হাবীবে কিবরিয়া, নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের (শুভাগমনের) দিনের চেয়ে আর কোন দিন "নেয়ামত দিবস" হতে পারে? কেননা জগতের সকল সৌন্দর্য্য এবং সকল নেয়ামত **তাঁর** উসিলায় তো পেয়েছি, আর এই দিনতো ঈদের চেয়েও বড় কেননা উভয় ঈদও **তাঁর** সদকার নসিব হয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র উদ্দ্যোগে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশের অসংখ্য স্থানে প্রতি বৎসর ঈদে মিলাদুন্নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণ ভাবে উদযাপন করা হয়। রবিউল আউয়ালের **১২** তারিখ রাতে আজিমুশ্মান ইজতিমায়ে মিলাদ এর আয়োজন করা হয় এবং ঈদের দিন অর্থাৎ **১২** রবিউল আউয়াল **"মারাহাবা ইয়া মুস্তফা"** শ্লোগানে মুখরিত অসংখ্য জুলুসে মিলাদ বের করা হয়। যাতে লাখো লাখ আশিকানে রাসূল অংশ গ্রহণ করে থাকে।

ইমামত কোর্স মজলিশ

সুতরাং জশনে বিলাদতের খুশি উদযাপন করার জন্য আপনিও আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন এবং সুন্নাত প্রসারের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে সহায়তা করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** দুনিয়া জুড়ে ১০৪টি বিভাগে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে এবং সুন্নাতকে প্রসার করতে সদা ব্যস্ত রয়েছে, এই বিভাগ সমূহের মধ্যে একটি বিভাগ হলো **"ইমামত কোর্স মজলিশ"**। যা ইমামতিতে ইচ্ছুক ইসলামী ভাইদের ইমামত কোর্স করিয়ে থাকে। ইমামত কোর্সের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: **"যে ব্যক্তি ইমামতি করতে চায়, তার উচিৎ, সে যেনো ইমামত কোর্স অবশ্যই করে নেয়, যদিওবা মাদানী হোক না কেন, কেননা ইমামত কোর্সে বিশেষকরে ইমামতি মাসআলা সমূহেরই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।"** আশিকানে রাসূলের সহচর্যপূর্ণ ইমামত কোর্সে যা কিছু শিক্ষা অর্জিত হয়, তার বিস্তারিত জানার পর দ্বীনের প্রতি দরদী প্রত্যেক মুসলমান সম্ভবত এই আফসোস করবে যে, আহ! আমিও যদি ইমামত কোর্স করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারতাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ইমামত কোর্সে মৌলিক আকিদার উপর অনন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, ইমামত কোর্সে অযু, গোসল, নামায, ইমামতি, কাফন ও দাফন, পবিত্রতা-অপবিত্রতা, বিবাহ পড়ানো এবং চাঁদা সংগ্রহ ইত্যাদির মাসআলা শিখানো হয়, ইমামত কোর্সে কায়িদা ও মাখারিজের পাশাপাশি কোরআনে পাক পড়া এবং পড়ানো শিখানো হয়, ইমামত কোর্সে চারিত্রিক প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা হয়ে থাকে, ইমামত কোর্সে মাদানী কাজ করারও ভালভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় আর কোর্সের শেষে সনদও প্রদান করা হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ইমামত কোর্সের বরকতে ইসলামী ভাইয়েরা ইমাম হয়ে বিদায় নেয় এবং সমাজে সম্মানিত মর্যাদা লাভ করে, সুতরাং যারই সুযোগ হয় তার অবশ্যই ইমামত কোর্সের মাধ্যমে ইলমে দ্বীন অর্জন করা উচিৎ। **আল্লাহ তায়ালা দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত সকল ইসলামী ভাইদের ইমামত কোর্স করার সৌভাগ্য নসীব করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

“বসন্তের প্রভাত” রিসালার পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মিলাদে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আরো অধিক বরকত অর্জনের জন্য শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর **“বসন্তের প্রভাত”** রিসালাটি অধ্যয়ন করা খুবই উপকারী। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই রিসালায় মিলাদের মাস উদযাপনের প্রমাণ সমূহ রবিউল আউয়াল মাসে জুলুসে মিলাদ বের করা, এতে অংশগ্রহণ করার পদ্ধতি, মাহফিলে মিলাদ আয়োজনের ভাল ভাল নিয়্যত, মাদানী বাহার এবং এছাড়াও আরো অনেক মাদানী ফুল বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং আজই এই রিসালাটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে নিন, নিজেও পড়ুন এবং অপরকেও পড়তে উৎসাহিত করুন। **দা’ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই রিসালা পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه জশনে মিলাদ উদযাপনকারী আশিকানে মিলাদকে নিজের মাকতুবে (চিঠি) কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল প্রদান করেছেন। আসুন! কয়েকটি মাদানী ফুল আমরাও কুঁড়িয়ে নিই।

আত্তারের চিঠির মাদানী ফুল

(১) চাঁদ রাতে এই শব্দগুলো দ্বারা মসজিদে তিনবার ঘোষণা করুন: “সকল আশিকানে রাসূলকে মোবারকবাদ, কেননা রবিউল আউয়াল শরীফের চাঁদ দেখা গিয়েছে।”

(২) সকল আশিকানে রাসূল, নিগরান ও যিম্মাদারগণসহ বিশেষভাবে রবিউল আউয়াল শরীফে কমপক্ষে ৩ দিনের মাদানী কাফিলায় সফর করার সৌভাগ্য

অর্জন করুন আর ইসলামী বোনেরা একমাস পর্যন্ত নিজ ঘরে প্রতিদিন (শুধুমাত্র ঘরের ইসলামী বোন এবং মাহারিমদের মাঝে) মাদানী দরস চালু করুন এবং আগামীতেও নিয়মিত চালু রাখার নিয়্যত করে নিন।

(৩) যদি পতাকার মধ্যে না'লাইন শরীফের নক্শা কিংবা অন্য কোন লিখা থাকে, তাহলে এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সেটা যেন টুকরা টুকরা হয়ে ছিড়ে না যায়, মাটিতেও যেনো পড়ে না যায়। তাছাড়া যখনই রবিউল আউয়াল শরীফের মাস চলে যাবে, সাথে সাথে খুলে নিন। যদি সতর্কতা অবলম্বন করতে না পারেন, আর অসম্মানী হয়ে যায়, তবে সাধারণ মাদানী পতাকা উড়ান। (সগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ ও নিজ ঘরে নকশা বিহীন সাধারণ মাদানী পতাকা উড়ান।)

(৪) মাকতাবাতুল মদীনার লিখিত লিফলেট **"জশ্নে বিলাদতের ১২টি মাদানী ফুল"** সম্ভব হলে ১১২টি অন্যথায় কমপক্ষে ১২টি তাছাড়া সম্ভব হলে **"বসন্তের প্রভাত"** রিসালাটির ১২ কপি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে বন্টন করুন। বিশেষ করে ঐ সমস্ত সংগঠনের নেতাদের নিকট পৌঁছে দিন যারা জশ্নে বিলাদতের সাড়া জাগাচ্ছে।

(৫) ১২তম রাতে ইজতিমায়ে মিলাদে অতিবাহিত করে সুবহে সাদিকের সময় নিজের হাতে মাদানী পতাকা উড়িয়ে, দরূদ ও সালামের মালা সাজিয়ে, অশ্রুসিক্ত নয়নে বসন্তের প্রভাতকে স্বাগত জানান। ফজরের নামাযের পর সালাম ও ঈদ মোবারক বলে একে অপররের সাথে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সাক্ষাত করুন এবং সারা দিন ঈদের মোবারকবাদ পেশ করতে থাকুন।

(৬) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রত্যেক সোমবার শরীফে রোযা রেখে নিজের শুভাগমন উদযাপন করতেন। আপনারাও প্রিয় মুস্তফার স্মরণে ১২ রবিউল আউয়াল শরীফে রোযা রেখে মাদানী পতাকা উড়িয়ে জুলুশে মিলাদে অংশগ্রহণ করুন। যতক্ষণ সম্ভব হয় অযু অবস্থায় থাকুন। মুখের নাত, দরূদ ও সালামের ফুল বর্ষন করতে করতে, দৃষ্টিকে নিচের দিকে ঝুকিয়ে ভাবগাম্ভির্য সহকারে চলুন। চিৎকার চেচামেচি, লম্ফঝম্ফ করে নিজেদের সমালোচনা করার সুযোগ দিবেন না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সমবেদনা জ্ঞাপনের মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"নেককার হওয়ার উপায়"** থেকে সমবেদনা জ্ঞাপনের মাদানী ফুল শ্রবল করি। প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি: (১) যে কোন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করবে, তার জন্য ঐ বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির সমান সাওয়াব রয়েছে। (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৩৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১০৭৫) (২) যে মুমিন বান্দা নিজের কোন বিপদগ্রস্থ ভাইয়ের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করবে, **আল্লাহ তায়ালা** কিয়ামতের দিন তাকে সম্মানিত পোশাক পরিধান করাবেন। (ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৬০১) ✯ সমবেদনা জ্ঞাপন এর অর্থ হচ্ছে: বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়া। "সমবেদনা জ্ঞাপন করা সুন্নাত।" (বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ৮৫২ পৃষ্ঠা) ✯ দাফনের আগেও সমবেদনা জ্ঞাপন করা জায়িয কিন্তু দাফনের পর সমবেদনা জ্ঞাপন করা উত্তম, আর এটা সেই সময় যখন মৃতের পরিবারের সদস্যরা কান্নাকাটি না করে। নতুবা তাদের সান্তনার জন্য দাফনের পূর্বেই সমবেদনা জ্ঞাপন করুন।

(আল্ জাওহেরাতুন নায়্যারা, কিতাবুস সালাত, বাবুল জানায়িয, ১৪১ পৃষ্ঠা)

: ঘোষনা :

সমবেদনা জ্ঞাপন সম্পর্কে অবশিষ্ট মাদানী ফুল তরবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং এই মাদানী ফুলসমূহ জানতে তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমাঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজাঃ

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীসঃ ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)